৩য় পাঠ

একটি সার্বজনীন মণ্ডলী

মথি ১৭ অধ্যায়ের রূপান্তরের ঘটনার উপর ভিত্তি করে ইটালীয় চিত্রকর রাফায়েল একটি ছবি একেছিলেন। তাতে প্রভুকে এক উচু পর্বতে দেখানো হয়েছে। জ্বলন্ত সূর্য্যের মত তাঁর মুখ থেকে আলোর ছটা বের হচ্ছে এবং চোখ ধাঁধান আলোর মত তাঁর পোশাক ঝলমল করছে। যীশুর এক পাশে মোশি এবং অন্য পাশে এলিয় দাড়িয়ে আছেন। কাজেই তিনজন শিষ্য হাটু গেড়ে তাঁর আরাধনা করছেন।

একই ছবিতে, পাহাড়ের নিচের দিকে একটু অন্ধকার জায়গায় একটি মৃগী রোগ গ্রস্থ বালককে দেখা যায়। কিছু সংখ্যক লোক ছেলেটিকে ঘিরে আছে। ছেলেটির বাবা-মা অন্য শিষ্যদের অনুরোধ করছেন বালকটিকে সুস্থ করবার জন্য। কিন্তু শিষ্যরা নিরুপায়ের মত সেখানে দাড়িয়ে আছেন, আর শত্রুরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে।

অনেক সময়ই মণ্ডলীর এই অবস্থা আমরা দেখতে পাই। পাহাড়ের উচু চুড়ায় খ্রীষ্ট রয়েছেন। মৃতু উপত্যকা থেকে রক্ষা পেয়েছে এমন বিশেষ অল্প কয়েকজন লোক তাঁর সাথে সেখানে আছেন। আর পাহাড়ের নিচে অসহায় অবস্থায় জরাজীর্ণ, রোগগ্রস্থ এক পৃথিবী মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে যাকে সাহায্য করার কেউ নেই।

এই পাঠে আমরা মণ্ডলীর আরেকটি রূপ দেখতে পাব। সেটি এমন এক মণ্ডলী যা পৃথিবীতে পূর্ণ পরিচর্যায় নিয়োজিত। এটি এমন এক মণ্ডলী যা পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি কার্যকরী করে তুলছে। পবিত্র আত্মা তাকে বসবাসের উপযোগী এক মন্দিরে পরিণত করছেন, আর এভাবে পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের মাধ্যম

খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য

মণ্ডলীর পরিচর্যা

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠটি শেষ করলে পর আপনি—

- মণ্ডলীর প্রকৃতি এবং এর পরিচর্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্থানীয় বা দৃশ্য এবং সার্বজনীন বা অদৃশ্য প্রভৃতি মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারবেন।
- ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মার সাথে মণ্ডলীর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। প্রথম পাঠে যেভাবে পড়তে বলা হয়েছে সেভাবে পাঠটি পড়ুন। পাঠের মধ্যকার বাইবেলের শব্দগুলি পড়তে ভুলবেন না। পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে প্রশ্নের উত্তর লিখবেন।

২। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি দিন এবং পরে উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

৩। ১—৩ পাঠগুলি আবার দেখে নিন, তারপর প্রথম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট পূর্ণ করুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

সার্বজনীন	খসড়া	প্রতিনিধিত্ব	প্রতিফলিত
রূপান্তর	আহূত	সাংগঠনিক	ভার্য্যা
জরাজীর্ণ	ঐক্যভুত	প্রতিমূর্তি	সৃজনশীল
অনুপ্রাণিত	উজাড়	প্রসারিত	হৃতগৌরব
পবিত্রীকরণ			

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ঈশ্বরের মাধ্যম ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মণ্ডলী কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে আমরা ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এরা প্রত্যেকেই জগতের পরিত্রাণ কাজে পুরোমাত্রায় সক্রিয়। এখন আমরা মণ্ডলী সম্বন্ধে এবং উদ্ধার পরিকল্পনায় এর অংশ সম্পর্কে আলোচনা করব।

মণ্ডলী কি সে বিষয় আমরা, প্রথমে লক্ষ্য করব। আমাদের বুঝতে হবে যে মণ্ডলী হল ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং খ্রীষ্টে তাঁর নিজস্ব অধিকার। এরপর আমরা মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজ সম্বন্ধে লক্ষ্য করব। এই পৃথিবীতে মণ্ডলীকে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি তাও আমরা আলোচনা করব।

মণ্ডলী কথাটির অর্থ কি ঃ

নূতন নিয়মে, মণ্ডলী শব্দটি, মূল ইক্লেসিয়া শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ "ডেকে আনা" বা "আহূত লোকদের সমাজ"। এছাড়াও এর দ্বারা কোন উদ্দেশ্যে ডেকে আনা বুঝান হয়।

সহজ সরল অর্থে মণ্ডলী বলতে ঈশ্বরের সন্তানদেরই বুঝায়। এরা হলেন সেই বিশ্বাসীরা যাদের খ্রীষ্টের সুসমাচারের মাধ্যমে জগত থেকে ডেকে আনা হয়েছে। এই বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সাথে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা করেন, এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে একাত্ম হন (১ করিন্থীয় ১২ঃ ১২-১৩)। মণ্ডলী, "প্রথম সন্তানের অধিকার পাওয়া লোক হিসাবে যাঁদের নাম স্বর্গে লেখা আছে, তাদের দ্বারা গড়া - - " (ইব্রীয় ১২ঃ২৩)। এর অর্থ মণ্ডলীর অংশ হতে গেলে তার প্রথম শর্ত হিসাবে নূতন জন্মের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয় শর্তটি হল, বিশ্বাসীদের প্রত্যেকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এক দেহে একত্রিত হওয়া (১ করিন্থীয় ১২ঃ১৩)। মণ্ডলীর একটি অংশ হতে হলে প্রথমে আমাদের এই কাজগুলি করা দরকার।

১। নতুন জন্মের অর্থ—

ক) নিষ্পাপ হওয়া।

খ) খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা ও উদ্ধারকর্তা হিসাবে গ্রহণ করা।

গ) মৃত্যুবরণ করা ও পুনরুত্থিত হওয়া।

২। নীচের কোন্ উক্তিগুলি সত্য ?

ক) "আহূত লোক" বলতে খ্রীষ্টিয়ানদেরকে বুঝান হয়, যারা তাদের পুরোনো পাপ জীবন পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে।

খ) মণ্ডলীর আসল উদ্দেশ্য হল বিশ্বাসীদের পাপীদের থেকে আলাদা করা।

গ) এই জগতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য মণ্ডলী বিশ্বাসী সমাজকে ঐক্যভূত করে।

বাইবেল মণ্ডলীকে দুইভাবে বর্ণনা করে। প্রথমে আমরা একটি সার্বজনীন মণ্ডলীকে দেখতে পাই। যীশু বলেছেন, "আমি মণ্ডলী তৈরী করব" (মথি ১৬ঃ১৮)। "মণ্ডলীগুলি" —একথা তিনি

৫—

বলেননি। একটিমাত্র মণ্ডলীর কথাই তিনি বলেছেন—ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা যাদের জন্ম হয়েছে এবং সেই একই আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের দেহে যাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে, তারাই এই মণ্ডলী (১ পিতর ১ঃ৩, ২২-২৫)। সার্বজনীন মণ্ডলী সর্বকালে সর্বসময়ে খ্রীষ্টের দেহের সদস্য সব বিশ্বাসীদের প্রতিনিধিত্ব করে। কেউ কেউ একে অদৃশ্য মণ্ডলী বলে থাকেন, কিন্তু আসলে এটি কোন সময়ই অদৃশ্য ছিল না। কারণ মানুষদের নিয়েই এই মণ্ডলী প্রকৃত জীবন্ত মানুষ।

এরপরে স্থানীয় মণ্ডলীকে আমরা দেখতে পাই। স্থানীয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ, একটি জায়গার বা স্থানের কিছু সংখ্যক বিশ্বাসীকে নিয়েই মণ্ডলী গড়ে ওঠে। স্থানীয় মণ্ডলী আসলে সার্বজনীন মণ্ডলীর স্থানীয় নাম। এইভাবে আমরা যিরুশালেম মণ্ডলী (প্রেরিত ৮ঃ১; ১১ঃ২২), করিন্থের মণ্ডলী (১ করিন্থীয় ১ঃ২; ২ করিন্থীয় ১ঃ১), এবং থিষলনীকিয় মণ্ডলী (১ থিষনীকিয় ১ঃ১) প্রভৃতি মণ্ডলী দেখতে পাই। স্থানীয় মণ্ডলগুলিকে একত্রে অবশ্যই সেই সত্য সার্বজনীন মণ্ডলীর স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে।

প্রথমে মণ্ডলী খুবই সহজ সরলভাবে শুরু হয়েছিল। সংগঠনের কোন নিয়ম-কানুন তখন ছিল না, কিন্তু প্রেম, সহযোগীতা ও সহভাগিতার বন্ধন সবাইকে এক রেখেছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন থাকল না। আস্তে আস্তে যতই বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার পৌছে দেবার জন্য এক ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভব করল, ততই মণ্ডলী সংগঠনিকভাবে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকল।

যিরুশালেমে প্রথম একটিমাত্র মণ্ডলী ছিল। যতই ঈশ্বর প্রতিদিন তাদের নূতন নূতন সভ্যদের যোগ করছিলেন (প্রেরিত ২ঃ৪৭), ততই তাদের সভ্যসংখ্যা বেড়ে ৩০০০ এবং পরে ৫০০০-এ পরিণত হয়েছিল। খ্রীষ্টের দেহের নতুন সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরো নতুন নতুন স্থানীয় মণ্ডলীর প্রয়োজন দেখা দিল। যিহুদা ও

সমরীয়ার মত, যে সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল সে সব জায়গায় নূতন নূতন মণ্ডলী গড়ে উঠতে থাকল (প্রেরিত ৮ অধ্যায়)।

সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত সব বিশ্বাসীরাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, অন্য বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতায় আবদ্ধ থাকা খুবই উপকারী। আর এর জন্য আমরা স্থানীয় মণ্ডলীকে দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, স্থানীয় বা দৃশ্য মণ্ডলী-গুলির মাধ্যমেই সার্বজনীন মণ্ডলী নিজেকে প্রকাশ করে। খ্রীষ্টের নামে যেখানেই দুই কিংবা তিনজন একত্রিত হয় সেখানেই মণ্ডলী তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করে (মথি ১৮ঃ২০)।

৩। প্রথমে যে বাক্যগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে উপযুক্তটি বেছে নিয়ে নীচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন। দরকার হলে প্রথম বাক্যগুলির কোনটি দুইবার ব্যবহার করুন।

(১) নতুন জন্ম
(২) সার্বজনীন মণ্ডলী
(৩) খ্রীষ্টের সুসমাচার
(৪) অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে সম্মেলন
(৫) স্থানীয় মণ্ডল

ক) ঈশ্বরের সন্তানদের নিয়ে মণ্ডলী তৈরী হয়েছে, যারা এই পৃথিবীর অন্যান্য লোকদের থেকে আহূত ও পৃথক-কৃত। যার মাধ্যমে এদের আহবান করা হয়েছে তা হল.....

খ) মণ্ডলীর অংশ হতে হলে যে শর্ত দুইটি পূর্ণ করতে হবে, সেগুলি হল,.....

.....এবং.....

গ) অদৃশ্য মণ্ডলীর অন্য নাম হল.....

ঘ) দৃশ্য মণ্ডলীর অন্য নাম হল.....

ঙ) যখন বিশ্বাসীরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়.....

.....

চ) সর্বকালের সর্বসময়ের বিশ্বাসীরাই হলেন.....

৪। আপনি কি সার্বজনীন মণ্ডলীর সভ্য ?.....

আপনি কি কোন স্থানীয় মণ্ডলীর সভ্য?.....

ঐশ্বরিক মূল ঃ

লক্ষ্য ২ঃ মণ্ডলীর ঐশ্বরকি প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারা।

মণ্ডলী একটি ঐশ্বরকি সৃষ্টি—ঈশ্বর তাঁর বিশেষ প্রজা হিসাবে মণ্ডলীকে আহবান করেছেন। ঈশ্বর প্রত্যেককেই অনুতাপ করবার জন্য আহবান করেন। যে পাপী ঈশ্বরের এই আহবানে সাড়া দেয় সে খ্রীষ্টে এক নতুন সৃষ্টি হয়। নতুন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী এক নতুন পরিবারের অংশ হয়। সেটি হল ঈশ্বরের পরিবার, অর্থাৎ মণ্ডলী। মণ্ডলীকে ঈশ্বর জন্ম দিয়েছেন, এটি কোন মানুষের কাজের ফল নয়। মণ্ডলীকে সংগঠিত করা হয়নি—এটি জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষের নিজের চেষ্টায় এটি গড়ে ওঠেনি, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষের জন্ম গ্রহণের ফলেই এর উৎপত্তি হয়েছে।

মণ্ডলী একটি ঐশ্বরিক অধিকার—এটি হল, "ঈশ্বরের নিজের লোক" (১ পিতর ২ঃ৯) অর্থাৎ ঈশ্বরের নিজস্ব সম্পদ। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তিনি এটি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছেন (১ করিন্থীয় ৬ঃ১৯-২০)। তিনি তাঁর নিজের হিসাবে, তাঁর অনন্তকালীন উদ্দেশ্য

সাধন করবার জন্য তাকে খুশীমত ব্যবহার করতে পারেন। এর অর্থ এই নয় যে, এটি ঈশ্বরের হাতের একটি নিষ্প্রাণ বস্তু বা যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বরের কাছে মণ্ডলীর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কারণ "মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে স্বর্গের সমস্ত শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীদের কাছে..... ঈশ্বরের জ্ঞান এখন প্রকাশ পায়" (ইফিষীয় ৩:১০)। অর্থাৎ অন্য কথায় মণ্ডলীকে ঈশ্বর যে পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারেন তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে বর্ণনা করা যায়। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যিনি জগতের পরিত্রাণ কর্তা তিনি তাঁর সন্তানদের পুনরায় সহভাগিতায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

আমরা তাঁর

নীচের পদগুলি থেকে আপনি এই বিশেষ সম্পর্কের বিষয় আরো ভালভাবে বুঝতে পারবেন। এছাড়া এগুলি আপনাকে মণ্ডলীর অর্থ ও প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সাথে এর সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো প্রচুর পরিমাণে জানতে সাহায্য করবে।

৫। নীচের পদগুলি পড়ুন এবং মণ্ডলীর বিভিন্ন নামগুলি লিখুন ঃ

ক) ইফিষীয় ২ঃ৯১.....

খ) ইফিষীয় ২ঃ২১.....

গ) ১ তিমথীয় ৩ ঃ ১৫.....

ঘ) ১ পিতর ২ ঃ ৫, ৯.....

৬) ১ পিতর ৫ : ৩-৪.....

৬। মণ্ডলীকে ঐশ্বরিক সৃষ্টি বলা হয় কেন ?

.....

.....

৭। মন্ডলীকে ঐশ্বরিক অধিকার বলা হয় কেন ?

.....

.....

খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্য ৩ : খ্রীষ্টের উদ্ধারকারী উদ্দেশ্যের মধ্যে মন্ডলী কিভাবে জড়িত রয়েছে তার চারটি উদাহরণ লিখতে পারা।

মন্ডলীর উৎপত্তি এবং এর অর্থ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারেই এর সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনায়, খ্রীষ্টকে তার প্রায়শ্চিত্তর মাধ্যমে জগতকে উদ্ধারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ এই পরিকল্পনাটাই যে একা তাকেই সম্পূর্ণ করতে হবে তা নয় (মথি ২৮ঃ ১৮-২০)।

মণ্ডলীর সভ্যদের সুসমাচার বার্তা বহন করে নিতে হবে, যেমন খ্রীষ্টের পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে নীচে সংক্ষেপে এবং সহজ-সরল অর্থে লেখা হল—

১। পিতা ঈশ্বর মানুষের উদ্ধার পরিকল্পনা করেছেন।

২। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এই পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন এবং মূল্য পরিশোধ করেছেন।

৩। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে রূপ দান করেছেন, যেন পিতা ও পুত্রের পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

৪। মণ্ডলী তার সভ্যদের পরিচর্যার মাধ্যমে এবং পবিত্র আত্মার সাহায্যে জগতে এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করে।

এখানে দুটি বিষয় আমরা দেখতে পাই। একটি হল, খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক. অর্থাৎ খ্রীষ্টের সাথে মণ্ডলীর একতা। অন্যটি হল সেই মাধ্যম যার দ্বারা এই ঐক্য সম্ভব হয়। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের সাথে সম্মিলিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ দান করেন, এবং এছাড়াও তিনি খ্রীষ্টের দেহের প্রত্যেক সদস্যদের পরিচর্যা ফলবান করেন (রোমীয় ১২ : ৪-৮)। এই দুইটি ধারণার কতগুলি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল—

১। **মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহ**—এর অর্থ খ্রীষ্ট ও মণ্ডলী এক, যেমন দেহ এবং মাথা এক। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মধ্যে একটি জীবন্ত ও প্রয়োজনীয় সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। প্রেরিত পৌল দেহের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "কেউ তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সে তার দেহের ভরণ-পোষণ ও যত্ন করে। ঠিক সেইভাবে খ্রীষ্টিও তাঁর মণ্ডলীর যত্ন করেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অংশ" (ইফিষীয় ৫ ২৯-৩০)।

দেহ হিসাবে মণ্ডলী খ্রীষ্টের দৃশ্য প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ খ্রীষ্ট যেমন তা মণ্ডলী জগতের কাছে প্রকাশ করে। খ্রীষ্টের দেহ হল, একই বিশ্বাসে, একই প্রেমে ও একই আরাধনায় সমবেত মানুষদের এক অপূর্ব সহভাগিতা। মণ্ডলীর মস্তক অর্থাৎ খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করেই এর সমস্ত কাজ, অর্থাৎ বিশ্বাস, প্রেম, আরাধনা পরিচালিত হয়। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও তাঁর কাজের ফলেই মণ্ডলীর সদস্যরা একজোট হয়ে চলতে পারে (ইফিষীয় ২ : ২১-২২ ; ৫ : ৩০ ; ১ করিন্থীয় ১২ : ২৭)।

২। **মণ্ডলী খ্রীষ্টের ভার্য্যা**——মণ্ডলীকে একজন ভার্য্যা বা কন্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তার বরের জন্য অপেক্ষা করছে।

মণ্ডলী তার খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করছে (মার্ক ২:১৯-২০ ; ২ করিন্থীয় ১১:২)। খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন এবং এর জন্য

নিজেকে দান করেছেন (ইফিষীয় ৫ঃ২৫)। এখন তিনি মণ্ডলীকে প্রস্তুত করেছেন। মেষশাবকের বিবাহ ভোজে তাঁকে নিস্কলুষ অবস্থায় উপস্থিত করবেন (প্রকাশিত ১৯ঃ৫-১০) ;

৩। **মণ্ডলী পবিত্র আত্মার সমাজ**—পঞ্চশত্তমীর দিন মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছিল। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করবার জন্য পবিত্র আত্মা এর জন্ম দিয়েছে। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে তাঁর মন্দির করেছেন যেন ঈশ্বর পৃথিবীতে বাস করতে পারেন। তাঁর সৃজনশিল বা গঠনমূলক কাজ আমরা মণ্ডলীতেও দেখতে পাই। আদমের সৃষ্টিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি ঈশ্বরের নূতন সৃষ্টি মণ্ডলীতেও আছেন।

আরাধনা ও উপাসনার সহভাগিতা পবিত্র আত্মাই সৃষ্টি করেছেন। পঞ্চশত্তমীর দিন তিনি সব বিশ্বাসীদের একত্রিত করলেন। তারা প্রভুর ভোজ গ্রহণ করল (প্রেরিত ২ঃ৪৩-৪৭)। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে যেমন ঠিক তেমন মণ্ডলীর মধ্যে সহভাগিতা ও ঐক্য আমরা লক্ষ্য করি। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি বিশ্বাসীদের মধ্যে এক গভীর আত্মিক জীবন শুরু করেছিল।

পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের দেহে এখনও সক্রিয় ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি নূতন নূতন সদস্যদের মণ্ডলীর সাথে যুক্ত করেছেন। মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে তিনি এ কাজ করেছেন। খ্রীষ্ট চেয়েছিলেন যেন কেউই ধ্বংস না হয় (২ পিতর ৩ঃ৯)। যতদিন এ জগতে মণ্ডলী থাকবে ততদিন মণ্ডলীতে, পবিত্র আত্মা নতুন বিশ্বাসীদের (বাপ্তিস্ম) দান করবেন, এবং মণ্ডলীর সভ্যদের পরিচর্যা কাজের জন্য (বাপ্তিস্ম) দান করবেন। মণ্ডলীর মধ্য দিয়েই পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অনন্তকালীন উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করেন।

৪। **মণ্ডলীর সভ্যরা জীবন্ত প্রস্তর**—আমরা জেনেছি যে, মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার মন্দির বলা হয়েছে। ঈশ্বরের জীবন্ত আত্মা সম্পূর্ণ দালানটির মধ্যেই বাস করেন। কিন্তু আসলে এটি একটি

আত্মিক দালান যাকে জীবন্ত প্রস্তর বা পাথর দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে (১ পিতর ২:৫)। আমরাই সেই জীবন্ত পাথর।

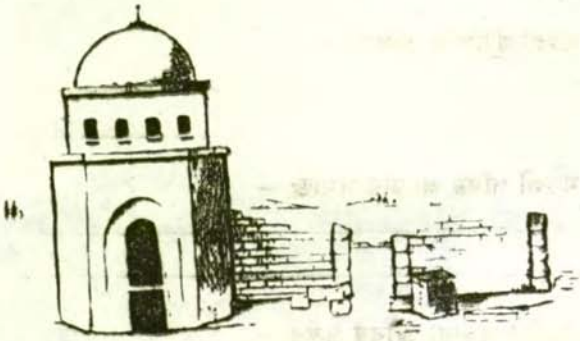

পবিত্র আত্মা মন্ডলীর শক্তি প্রবাহকারী এবং তিনিই একে রক্ষা করেন। মন্ডলী একটি জীবন্ত বস্তু। পবিত্র আত্মাতেই এর জীবন। মণ্ডলী মৃত বা জড় পাথরের সমষ্টি নয়; কিন্তু জীবিত পাথরের। এর মধ্যে একটি ভ্রাতৃ সমাজ, একতা এবং বিভিন্ন আশীর্বাদ ও প্রয়োজনের আদান-প্রদান আমরা দেখতে পাই। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করবার সময় মন্ডলীকে আমরা খুবই তৎপর ও জীবন্ত অবস্থায় লক্ষ্য করি।

৮। এখন পাঠটি না দেখে ঈশ্বরের পরিকল্পনার চারটি ধাপ লিখতে চেষ্টা করুন। (নোট খাতায় লিখুন।)

৯। আমরা লক্ষ্য করেছি যে মন্ডলী খ্রীষ্টের উদ্ধারকারী কাজে নিয়োজিত রয়েছে। মন্ডলী সম্বন্ধে নীচের বর্ণনাগুলির সাথে এই বিষয়ের কি সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই ?

ক) মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহ—

.....

.....

খ) মণ্ডলী খ্রীষ্টের দৃশ্য প্রতিমূর্তি—

.....

.....

গ) মণ্ডলী খ্রীষ্টের ভার্য্যা —

.....

.....

ঘ) মণ্ডলী পবিত্র আত্মার সমাজ—

.....

.....

ঙ) মণ্ডলীর সত্যরা জীবন্ত প্রস্তর —

.....

.....

মণ্ডলীর পরিচর্যা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ মণ্ডলীর পরিচর্যা সম্পর্কে সঠিক বর্ণনাকারী ব্যাখ্যাগুলি চিনতে পারা।

পরিচর্যা হল মণ্ডলীর প্রকৃতি বা স্বভাবের স্বাভাবিক ফল। মণ্ডলীর পরিচর্যাকে পবিত্র আত্মা অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু মূল বিষয়টি হল মণ্ডলীর স্বভাব বা প্রকৃতিই পরিচর্যা কাজ করবার জন্য তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরিচর্যার জন্যই মণ্ডলীর জন্ম হয়েছে। একজন মানুষের কাছে খাওয়া-পরা যেমন স্বাভাবিক, পরিচর্যাও তেমন মণ্ডলীর একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি।

নতুন জন্ম প্রাপ্ত বিশ্বাসী প্রথমে যে কাজগুলি করতে চায় তার একটি হল ঈশ্বরের সেবা। পরিত্রাণের আনন্দেও এর জন্য ঈশ্বর যা করেছেন তা স্মরণ করে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হই, এবং বিনিময়ে আমরা তাঁর সেবায় নিজেদের উজাড় করে দিতে চাই। একটা শিশুর কাছে খাওয়া যেমন স্বাভাবিক, এটিও আমাদের

কাছে ঠিক তেমন। কিন্তু কি খেতে হবে এবং কিভাবে তা খেতে হবে তার জন্য যেমন শিশুর কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, ঠিক তেমনই বিশ্বাসী দেরও পরিচর্যা কাজ কিভাবে করতে হবে এবং এর জন্য কি কি প্রয়োজন তা জানতে হবে।

পরিচর্যা কি ?

পরিচর্যা কথাটিকে ব্যাখ্যা করবার জন্য সাধারণত যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় সেটি হল সেবা। পরিচর্যা করা মানে সেবা করা। কোন লোকের সেবা করা মানে তার পরিচর্যা করা। পরিচর্যা কথাটির এটিই হল প্রধান অর্থ। পরিচর্যা কাজের অন্য যে নির্দিষ্ট অর্থগুলি আছে সেগুলির বিভিন্ন দিক আমাদের মন্ডলীর কাজ সম্বন্ধে আরো ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

পুরাতন নিয়মে পরিচর্যাকারি বলতে ঘরের চাকরকে বুঝান হয়েছে (১ রাজাবলি ১০ ঃ ৫)। এছাড়াও মন্দিরের কর্মচারিদেরও এর দ্বারা বুঝান হত। কোন লোকের সাহায্যকারী হিসাবেই এর অর্থ এখানে প্রকাশ পায়। যিহোশূয়ো মোশির পরিচর্যাকারি ছিলেন (যাত্রা ২৪ ঃ ১৩,৩৩ ঃ ১১)। ইলিশায় এলিয়ের সাহায্যকারি ছিলেন (১ রাজাবলি ১৯ঃ ২১)। পুরোহিত এবং লেবিয়রা মন্দিরে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী ছিলেন (যাত্রা ২৮ ঃ ৩৫, ১ রাজাবলী ৮ ঃ১১)।

নতুন নিয়মে মূলগ্রীক শব্দ ডায়াকোনোস (Diakonos) ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটির মধ্যেও চাকর বা দাসের অর্থ রয়েছে। নাসরতের সমাজ-ঘরের পরিচর্যাকারীকে বলা হয়েছে ভৃত্য বা কর্মচারী (লুক ৪ঃ২০)। যোহন যাকে মার্কও বলা হত তিনি পৌল ও বার্নবার পরিচর্যাকারী, অর্থাৎ সহকারী ছিলেন। যীশুও এই কথাটি ব্যবহার করেছেন, "কেউ যদি আমার সেবা করতে চায়, তবে সে আমার পথে চলুক। আমি যেখানে আছি আমার সেবাকারীও সেখানে থাকবে" (যোহন ১২ঃ২৬)। মন্ডলী যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল ততই এর বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা ও বিভিন্ন প্রকার লোক মণ্ডলীতে যুক্ত হতে থাকল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের দাস হিসাবে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিল (১ করিন্থীয় ১২ঃ ৮-১০)।

প্রভু ও ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশুর পরিচর্যা কাজে মন্ডলীকে আহবান করা হয়েছে। পরিচর্যাকারী হলেন তিনি যাকে ঈশ্বর এক দায়িত্ব পূর্ণ স্থানে আহবান করেছেন। পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব তাহলে কার?

দুইটি শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা এর উত্তর পাই। প্রথমটি হল ১ পিতর ৫ঃ১-৩ পদ ঃ

"আমি খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের সাক্ষি এবং খ্রীষ্টের যে মহিমা প্রকাশিত হবে তার ভাগি। সেই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা মন্ডলীর প্রধান নেতা তাদের আমি আর একজন প্রধান নেতা হিসাবে এই উপদেশ দিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে মেষের দল আছে, তোমরা তার রাখাল হও। দেখাশোনা করতে হবে বলে যে তাদের দেখাশোনা করবে না নয়, বরং নিজের ইচ্ছাতেই তা কর, কারণ ঈশ্বর তোমাদের কাছে তা-ই চান। লাভের আশায় এ কাজ কোরো না, কিন্তু আগ্রহের সংগে কর, তোমাদের অধীনে যারা আছে তাদের উপর প্রভু হয়ো না, বরং এমন হও যাতে তোমাদের দেখে তারা শিখতে পারে।"

এই শাস্ত্রাংশটি মণ্ডলীর সেই নেতাদের কথা প্রকাশ করে, যাদেরকে ঈশ্বর আহবান করেছেন, তাদের সমস্ত সময় ও পরিশ্রম দিয়ে পরিচর্যা কাজ করবার জন্যে।

আসুন ১ পিতর ২:৯-১০ পদ আমরা লক্ষ্য করি :

"কিন্তু তোমরাতো বাছাই-করা বংশ, রাজ পুরোহিতের দল, পবিত্র জাতি ও ঈশ্বরের নিজের লোক হয়েছ, যেন অন্ধকার থেকে যিনি তোমাদের তাঁর আশ্চর্য আলোর মধ্যে এনেছেন তোমরা তাঁরই গুণগান কর। এক সময়ে তোমরা ঈশ্বরের লোক ছিলে না, কিন্তু এখন হয়েছ, এক সময় তোমরা দয়া পাওনি, কিন্তু এখন পেয়েছ।"

এই শাস্ত্রাংশ সব বিশ্বাসীদের কথাই প্রকাশ করে। এর মধ্যে মণ্ডলীর সেই সব সদস্যরাও আছেন যারা বাইরে বিভিন্ন ধরনের আয় উপার্জনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করেন। তারা হলেন মণ্ডলীর সাধারণ সভ্য। খ্রীষ্টের দেহের সদস্যদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশী। খ্রীষ্টের দেহের অংশ হিসাবে মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজে অংশ গ্রহণের জন্য এদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। কারণ আমরা সবাই "রাজপুরোহিত", "বাছাই করা বংশ", "ঈশ্বরের নিজের লোক" এবং "পবিত্র জাতি"। তাঁর আশ্চর্য কাজের গুণাগুণ ও প্রশংসা করবার জন্যই আমাদের মনোনীত করা হয়েছে।

১০। মণ্ডলীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত পরিচর্যার অর্থ নীচের কোন বাক্যগুলি ঠিকভাবে বর্ণনা করে ?

ক) পরিচর্যাকারী অন্যের সহকারী বা দাস।

খ) মণ্ডলীর নেতারাই শুধুমাত্র পরিচর্যাকারী।

গ) মণ্ডলীর প্রকৃতিই তাকে পরিচর্যা কাজে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ঘ) সাধারণ সভ্যরা পরিচর্যা কাজে অংশ গ্রহণ করে না।

ঙ) ঈশ্বর চান যেন সব বিশ্বাসীরা পরিচর্যায় অংশ নেয়।

চ) পরিচর্যা কথাটির মধ্যে আত্মিক সেবার ধারণা পাওয়া যায়।

ছ) প্রত্যেক পরিচর্যাকারীর মণ্ডলীর সব ধরনের পরিচর্যা করতে পারা উচিৎ।

কিভাবে আমরা পরিচর্যা করি

লক্ষ্য ৫ঃ মণ্ডলীতে আপনার পরিচর্যায় দাসের নীতি অনুসরণ করতে পারা।

পরিচর্যাকারী খ্রীষ্টিয়ানকে অবশ্যই খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরনে নিজেকে উজাড় করে দান করতে হবে। খ্রীষ্ট পরিচর্যা করতে এসেছিলেন, পরিচর্যা পেতে নয় (মথি ২০:২৮; মার্ক ১০:৪৫)। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি তোমাদের কাছে এটা করে দেখিয়েছি, যেন তোমাদের প্রতি আমি যা করলাম তোমরাও তা কর" (যোহন ১৩:১৫)। পৌলও এই কথা করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে লিখেছেন, "এই ব্যবস্থার কথা জানাবার ভার (পরিচর্যা) ঈশ্বর দয়া করে আমাদের দিয়েছেন বলে আমরা নিরাশ হই না।" (২ করিন্থীয় ৪:১)।

খ্রীষ্টিয়ান পরিচর্যাকারী তার প্রভুর আদর্শ অনুযায়ী অভাবগ্রস্থ-দের সাহায্য করবার জন্য দয়া ও ভালবাসা সহকারে এগিয়ে আসে। যীশু তার দেশ নাসারতের সমাজ-ঘরে, তাঁর প্রথম উপদেশ দেবার সময় বলেছিলেন,

> "প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন যেন আমি গরীবদের কাছে সুখবর প্রচার করি। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে স্বাধীনতার কথা অন্ধদের কাছে দেখতে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন।
>
> যাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তিনি আমাকে তাদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছেন। এছাড়া প্রভু আমাকে ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন যে, এখন তাঁর দয়া দেখাবার সময় হয়েছে (লুক ৪:১৮-১৯)।

১১। খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে, এ জগতে আমাদের পরিচর্যা তাঁরই মত হতে হবে। এ জগতের জন্য খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য যেন সব সময় স্মরণ রাখতে পারেন, সেজন্য উপরের শাস্ত্রাংশটি মুখস্ত করুন। এটি করবার পর এই লাইনের শূন্যস্থানে (√) টিক চিহ্ন দিন.....

যীশু সবার সামনেই বলেছেন যে তিনি দাসের পরিচর্যা করতে এসেছেন। যখনই লোকের প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি তাঁর সেবার হাত প্রসারিত করেছেন। জগতের কাছে লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষদের হৃত গৌরব আত্মিক ভাবে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অসুস্থ পীড়িত লোকদের তিনি দেহে ও আত্মায় সুস্থ করেছেন। করগ্রাহির আত্ম সম্মান উদ্ধারের প্রয়োজন-ভিক্ষুকের দৃষ্টি শক্তির প্রয়োজন-ধনী লোকের আত্মার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা-জেলের মাছ না পাওয়ার দুর্ভাগ্য-কুষ্ঠরোগীর আর্তচিৎকার-অথবা পাপীষ্ঠ অভিযুক্ত স্ত্রীলোক-এ ধরণের বিভিন্ন প্রয়োজনে যীশু সাড়া দিয়েছেন, কাউকেই তিনি ফিরিয়ে দেন নি। অন্যদের সেবা করতে করতে অনেক সময়ই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তবুও কালভেরীর পথে চলতে চলতে তিনি নিঃশেষে নিজেকে অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন।

প্রভু যীশু তাঁর দাসের—পরিচর্যা পদ শিষ্যদের দিয়েছেন। ঈশ্বরের রাজত্বের মহিমায় প্রবেশ করবার পথ তিনি তাদের দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কেউ যদি প্রধান হতে চায়, তবে তাকে সবার শেষে থাকতে হবে এবং সকলের সেবাকারী হতে হবে" (মার্ক ১০:৪৩)। ক্রুশে মৃত্যুবরণের ঠিক এক ঘন্টা আগে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে সেবাকারীর মত হয়েছি" (লুক (২২:২৭)। তিনি বলতে চান তা বুঝানোর জন্য, তিনি শিষ্যদের

পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। একজন দাস বা সেবাকারীর কাজ বুঝানোর জন্যই তিনি এটি করেছিলেন।

দাস সম্পর্কে নীচে চারটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

১। সে অন্য লোকের বাড়িতে কাজ করে

২। সে অন্যের প্রয়োজন মিটায়

৩। সে অন্যের সাচ্ছন্দের জন্য কাজ করে

৪। সে তার কাজের প্রতিদানে কোন ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা আশা করতে পারে না।

"সেই ভাবে ঈশ্বরের আদেশ মত সমস্ত কাজ করবার পরে তোমরা বল, "আমরা অপদার্থ দাস; যা করা উচিত আমরা কেবল তা-ই করেছি" (লুক ১৭ঃ১০)। খ্রীষ্টের পরিচর্যাই আমাদের কাছে এই আদর্শ তুলে ধরেছে। তিনি যেভাবে পরিচর্যা করেছিলেন ঠিক সেই ভাবে পরিচর্যা করার এক আশ্চর্য সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়েছে।

যীশু একজন নম্র ও বাধ্য দাস হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে কিভাবে তুলে ধরেছেন? ফিলিপীয় ২ঃ৯-১১ পদে প্রেরিত পৌল এর উত্তর দিয়েছেন—

"ঈশ্বর এই জন্যই তাঁকে সবচেয়ে উঁচুতে উঠালেন এবং এমন একটা নাম দিলেন যা সব নামের চেয়ে মহৎ, যেন স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর গভীরে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই যীশুর সামনে মাথা নীচু করে, আর পিতা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু"।

ঈশ্বর তাঁর বাধ্য পুত্রকে এমন মহান গৌরবে ভূষিত করেছিলেন যা এই জগত দিতে পারে না। তা হল সমগ্র বিশ্ব-মণ্ডলের আরাধনা পাবার অধিকার। একটি বাধ্য, বিশ্বস্ত সেবাকারী মণ্ডলীকেও হয়ত ঈশ্বর এই ভাবে আশীর্বাদ করবেন।

১২। পাঠের এই অংশটি এবং দাস সম্পর্কে যে চারটি বিষয় বলা হয়েছে তা আবার দেখে নিন। সেবাকারী পরিচর্যার নীতিকে আপনি কিভাবে আপনার পরিচর্যা কাজে প্রয়োগ করতে পারবেন?

.....

.....

আমাদের পরিচর্যা কি?

লক্ষ্য ৬ঃ প্রভুর প্রতি, মণ্ডলীর অন্য সভ্যদের প্রতি এবং জগতের প্রতি আমাদের পরিচর্যায় কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত, তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

সাধারণভাবে মণ্ডলীর পরিচর্যাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— ১) ঈশ্বরের সেবা ও তাঁর আরাধনার জন্য মণ্ডলীকে আহ্বান করা হয়েছে; (২) নিজের সদস্যদের প্রতি এর পরিচর্যার দায়িত্ব রয়েছে; (৩) অবিশ্বাসীদের জন্য একটি পরিচর্যা রয়েছে। মণ্ডলীর এই তিনটি পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সংক্ষেপে এদের প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

১। প্রভুর পরিচর্যায় মণ্ডলী—প্রেরিত ১৩ঃ২ পদে আছে, "তাঁরা .....প্রভুর উপাসনা করছিলেন .....'। একই স্থান পুরানো অনুবাদে আছে, "তাহারা প্রভুর সেবা..... করিতেছিলেন"। প্রভুকে প্রকৃত সেবার অর্থ তাঁর আরাধনা করা। এটিই মণ্ডলীর এবং তার সভ্যদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য (রোমীয় ১৫ঃ৯,৯; ইফিষীয় ১ঃ৫,৬,১২ ১৪; ৩ঃ২১)। ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা। পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষ আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয় (ইফিষীয় ২ঃ১৩)। যখন আমরা আরাধনা করি তখন ঈশ্বরকে আমরা জগতের সৃষ্টিকর্তা পিতা হিসাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। "আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য (প্রকাশিত ৪ঃ১১), এই

৬—

বাক্য ও এই ধরনের অন্যান্য বাক্য ও কথাগুলি আরাধনার আসল উদ্দেশ্য আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

২। সভ্যদের পরিচর্যায় মণ্ডলী—নিজেকে পরিচর্যার সুযোগ ও দায়িত্ব মণ্ডলীকে দেওয়া হয়েছে। "তিনি এদের নিযুক্ত করেছেন যেন ঈশ্বরের সব লোকেরা তাঁরই সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং এইভাবে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে উঠে" (ইফিষীয় ৪ঃ১২)। মণ্ডলী নিজের জন্য যে সেবা কাজগুলি করে সেগুলি হল, সংশোধন, পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও শাসন। এর অর্থ সভ্যদের গড়ে তোলা তার দায়িত্ব। ইফিষীয় ৪ঃ১৩ পদে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে, "যেন আমরা সকলে ক্রমশঃ বিশ্বাস ও ঈশ্বরের পুত্র। সম্বন্ধীয় জ্ঞানের একত্ব পর্যন্ত, সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, এমন কি খ্রীষ্টের পূর্ণতার পূর্ণ পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারি;" (আশা, আলো, জীবন অনুবাদ)।

৩। জগতের পরিচর্যায় মণ্ডলী—মণ্ডলীকে অবশ্যই সারা জগতে সুসমাচার পৌঁছাইয়া দিতে হবে। জগত, অর্থাৎ এই পৃথিবী এবং এর সব মানুষ। মানুষ যখন পাপে পতিত হল তখনই ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিলেন যে, সব মানুষকে তিনি পরিত্রাণের সুযোগ দেবেন। মথি ২৮ঃ১৯ এবং মার্ক ১৬ঃ১৫ পদে উল্লিখিত মহান আদেশের ফলে মণ্ডীকে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়তে এবং সমস্ত জাতিকে শিষ্য করতে এগিয়ে যেতে হবে—নিজের এলাকা বা সমাজ থেকে শুরু করে সমস্ত দেশ এবং জাতি বা গোষ্ঠীর প্রত্যেক লোকের কাছে তাকে যেতে হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, সার্বজনীন মণ্ডলী বলতে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে মানুষের জীবনে কার্যকারী ঈশ্বরকেই বুঝান হয়। মণ্ডলী হল আহত সেই লোকেরা, যাদের জীবন খ্রীষ্টের গৌরবার্থে সেবায় উৎসর্গীকৃত। মন্ডলী প্রভুর প্রতি, বিশ্বাসীদের এবং জগতের প্রতি পরিচর্যা বা সেবার উদ্দেশ্যে তৎপর এবং জীবন্ত। আরাধনা, সেবা ও সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে মন্ডলী ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করছে।

১৩। মন্ডলী কিভাবে প্রভুর পরিচর্যা করছে তা ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

১৪। যে চার ভাবে মণ্ডলী তার সভ্যদের পরিচর্যা করে, সেগুলি লিখুন।

.....

.....

১৫। কিভাবে মণ্ডলী জগতের প্রতি তার পরিচর্যা সম্পন্ন করতে পারে?

.....

এই পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দেবার পর, ১ম থেকে ৩য় পাঠ সংক্ষেপে আরেকটিবার দেখে নিন। তারপর প্রথম ভাগের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

পরীক্ষা—৩

সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। স্থানীয় মণ্ডলী এবং সার্বজনীন মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

.....

.....

২। সার্বজনীন মণ্ডলীকে মাঝে মাঝে অদৃশ্য মণ্ডলী বলা হয় কেন ?

.....

.....

৩। মণ্ডলী সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কাজ ব্যাখ্যা করা য়ায় এই বলে যে, তিনি.....

.....

৪। মণ্ডলীর সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্ক হল.....

.....

.....

৫। মন্ডলীতে পবিত্র আত্মা'র অংশ গ্রহণ হল যে, তিনি.....

.....

.....

৬। মন্ডলীর পরিচর্যার তিনটি পথ বর্ণনা করুন।

.....

.....

৭। খ্রীষ্টের দেহের সদস্য হিসাবে, আপনি কি এর কোন একটি পথে পরিচর্যা করছেন ? যে পথগুলিতে আপনি পরিচর্যা করছেন সেগুলি লিখুন।

.....

.....

৮। খ্রীষ্টের দেহের একজন সদস্য হিসাবে আপনি যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আপনার ব্যাক্তিগত পরিচর্যার প্রসার ঘটাতে চান, তাহলে সেটা লিখুন।

.....

.....

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। মানুষের উদ্ধার পরিকল্পনা পিতা ঈশ্বর করেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট সেই পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত বলি হলেন। অর্থাৎ মুক্তির মূল্য পরিশোধ করলেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য মণ্ডলী সংগঠন করলেন। এবং মন্ডলী জগতে তার পরিচর্যার মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

১। খ) খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা ও উদ্ধারকর্তা হিসাবে গ্রহণ করা।

৯। আপনার নিজের কথায় উত্তর লিখুন।

ক) খ্রীষ্টের দেশের সদস্য হিসাবে আমরা তাঁর সাথে এক, আমরা তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ। (ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।)

খ) এ পাপময় জগতে মণ্ডলীই খ্রীষ্টকে প্রকাশিত করে। খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের মধ্যে একতা এনে দেয়।

গ) খ্রীষ্ট, তাঁর সাথে অনন্তকালীন সহভাগিতার জন্য মণ্ডলীকে প্রস্তুত করছেন।

ঘ) পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য খ্রীষ্টের দেহের সদস্যদের একত্রে এবং এক সহভাগিতায় কাজ করবার প্রয়োজনীয় শক্তি ও অনুগ্রহ দান করেন।

ঙ) আমরাই সেই "জীবন্ত প্রস্তর" যাদেরকে নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির এ জগতে গড়ে উঠেছে। আমাদেরকে জীবন দেওয়ার জন্য এবং ধরে রাখার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে সক্ষম হই।

২। ক-সত্য

খ-মিথ্যা

গ-সত্য

১০। ক-সত্য
খ-মিথ্যা
গ-সত্য
ঘ-মিথ্যা
ঙ-সত্য
চ-সত্য
ছ-মিথ্যা

৩। ক-(৩) খ্রীষ্টের সুসমাচার
খ-(১) নতুন জন্ম, (৪) অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে সম্মেলন।
গ-(২) সার্বজনীন মণ্ডলী
ঘ-(৫) স্থানীয় মণ্ডলী
ঙ-(৫) স্থানীয় মণ্ডলী
চ-(২) সার্বজনীন মণ্ডলী

১১। আপনার নিজের উত্তর।

৪। আপনার যদি নূতন জন্মের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে, আপনি সার্বজনীন মণ্ডলীর একজন সভ্য। আমরা আশা করব যে আপনি দুটো প্রশ্নের উত্তরই হ্যাঁ লিখতে পারবেন।

১২। আমার উত্তর এখানে দেওয়া হল—ঈশ্বরের একজন পরিচর্যাকারী হিসাবে, আমাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে আমি তাঁর ঘরে কাজ করছি। অন্যান্য লোকের প্রয়োজনের আমি তত্ত্বাবধান করছি। যখন খুশি তখনই যে আমি কাজ করি তা নয়; কিন্তু যখন আমাকে প্রয়োজন তখনই তা করি। আর আমার সেবা কাজের জন্য কোন ধন্যবাদ আমি করি না।

৫। বাইবেলের নতুন অনুবাদ "পবিত্র নূতন নিয়ম" থেকে নামগুলি নেওয়া হয়েছে।

ক) পরিবার।
খ) দালান এবং পবিত্র ঘর (মন্দির)।
গ) জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী।
ঘ) পুরোহিত, রাজ পুরোহিত।
ঙ) মেষের দল।

১৩। মণ্ডলী প্রাথমিকভাবে আরাধনার মাধ্যমে প্রভুর পরিচর্যা করে। আমরা তাকে সম্মান ও গৌরব প্রদান করি, কারণ তিনি তা পাওয়ার যোগ্য।

৬। কারণ যারা ঈশ্বরের আহবানে সাড়া দিয়েছে এবং নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাদের নিয়ে এটি গড়ে উঠেছে। এই নতুন জন্ম খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তেই সম্ভব হয়েছে, কোন মানুষের দ্বারা এটি হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরই তা করেছেন।

১৪। মণ্ডলী সভ্যদের সংশোধন করে বা গড়ে তোলে, নিজেকে পবিত্র রাখে, এবং যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে বাধ্যতা শিখায় ও শিক্ষাদান করে। (পরবর্তী পাঠ এ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হবে।)

৭। মণ্ডলী ঈশ্বরের কারণ তিনি মুল্য দিয়ে এটি কিনেছেন, এবং তার নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তিনি একে উদ্ধার করেছেন।

৫। জগতে মণ্ডলীর পরিচর্যা প্রধানত সুসমাচার প্রচার। যীশু খ্রীষ্টের এই সুখবর তাকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানের প্রত্যেকটি লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ
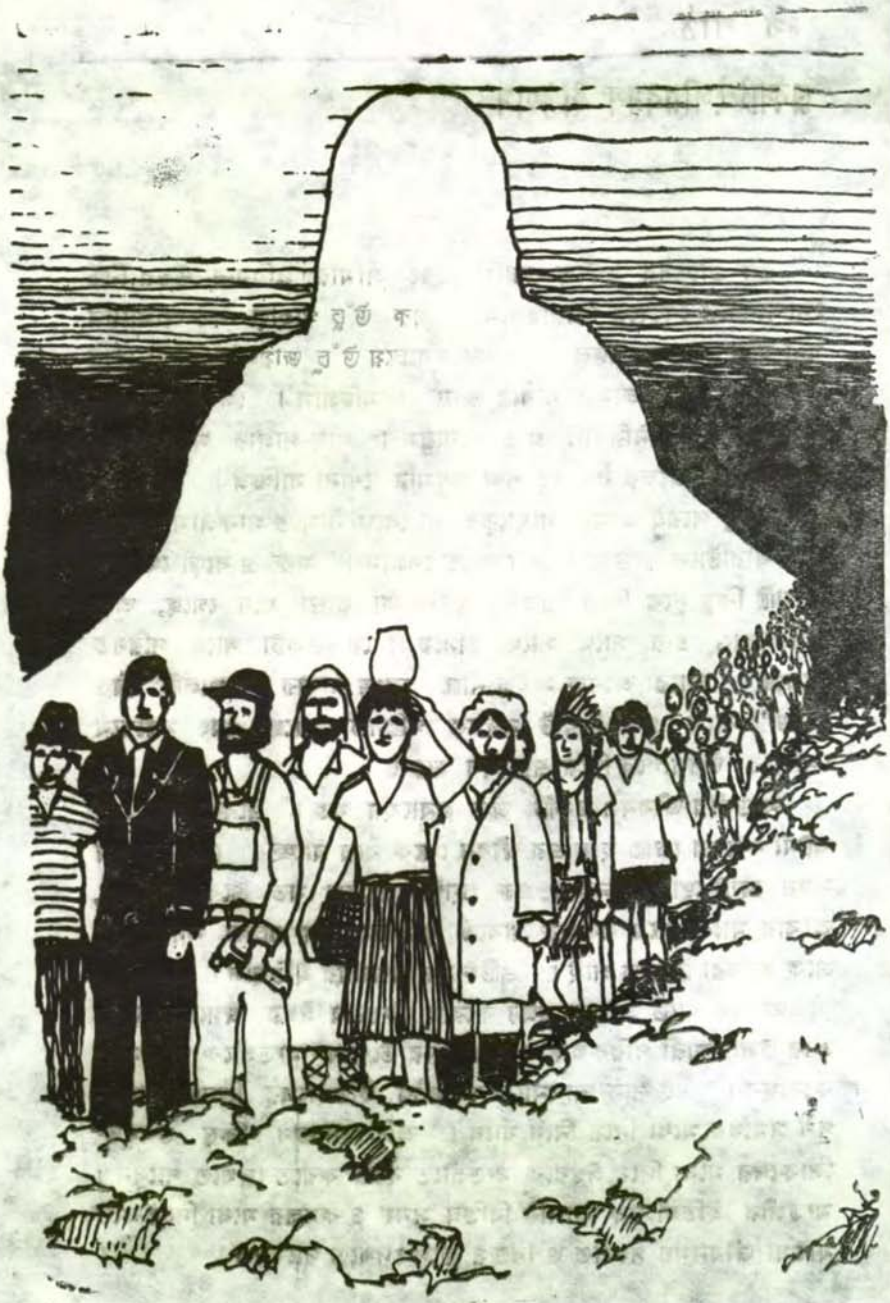
খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী-
এর বৃদ্ধি ও প্রসার